হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও নারীর মর্যাদা

মানব জাতিতথা সমগ্র সৃষ্টি জগতে র জন্য ইসলাম হচ্ছে আলাহর মনোনীত ধর্ম বা এক বিশেষনেয়ামত। যুগে যুগে নবী ও রাসুলদেরমাধ্যমে আলাহ তাঁর মনোনীতধর্ম ইসলামকে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর মাধ্যমে এ ধর্মের পূর্ণাঙ্গরুপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করাহয়েয়ে। আলাহ তাঁর মনোনীত এ জীবন বিধানকে সকলপ্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি হতেসংরক্ষিত রেখেছেন ।

আলাহর এ বিধানঅনুযায়ী নারী ও পুরুষ সকলই সমান। কাজের ক্ষেত্র, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধির মাপে তাদের মধ্যে পার্থক্য থ্াকলেও ইসলাম মানুষ হিসেবে নারীও পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন সৎকর্মের জন্য অভিন্নপুরুস্কার ও অভিন্ন অপরাধের জন্য অভিন্নশাস্তির কথাবলা হয়েছে । তাই মানব ইতিহাসে কিছু সংখ্যক মহীয়সী মহিলাকেদেখা যায় যারা অসংখ্য পূর্ণবানপওরুষদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাবান, যাদের কথা স্বয়ংমহানবী (সঃ) পরিরিস্কার ভাবে বলে গেছেন । এঁরাহলেন হযরত ফাতিমা (আঃ) হযরতখাদিজা (রাঃ), হযরত মারিয়াম (আঃ) ও হযরত আসিয়া (রাঃ)। হযরত ফাতেমা পৃথিবীও পরকালের নারী কুলের নেত্রী এবংনারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তিনিইসর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবেন বলেহাদীসে উলেখ আছে ।

হযরত ফাতেমা(আঃ) ছিলেন মহানবী (সঃ)-এরএকমাত্র কন্যা সন্তার যার মাধ্যমে তাঁর বংশধরগণ মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনায় শাহাদত প্রাপ্ত ও জান্নাতের যুবকদের নেতা হযরতইমাম হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ)-এরমা , আলাহর নবী (সঃ) কর্তৃক ঘোষিত 'জ্ঞানের দরজা' হযরতআলী (আঃ) -এর স্ত্রী । তাঁর সম্পর্কে প্রিয় নবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন, ফাতেমা আমার দেহের টুকরা, যে তাকেরাগান্বিত করবে, সে আমাকেই রাগান্বিত করল ।-সহীহ রোখারী

নবী করিম(সঃ) তাঁর আদরের কন্যার নামরাখেন ফাতিমা, যার অর্থ 'যাকে আলাদা করেরাখা হয়েছে' যেহেতু তিনি অন্য সমস্ত নারী থেকে মর্যাদার অধিকারী, তাই তাকেএ নাম দেয়া হয়েছে। হযরত ইমামজাফর সাদেক (আঃ) বলেছেনঃ তিনি(হযরত ফাতেমা (আঃ)) যাবতীয় নৈতিক ও চারিত্রিক অপকৃষ্টতা থেকে দূরে ছিলেন, আরএ কারণেই তাঁকে ফাতিমা বলা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর কারণেই তিনি বিভিন্নউপাধির অধিকারী ছিলেন । তিনি ছিলেন, সিদ্দিকাহ্ (সত্যবাদিনী), মুবারাকাহ্ (বরকতময়ী), তাহেরাহ্ (পবিত্র), জাকিয়াহ্ (পরিশুদ্ধতার অধিকারী), রাজিয়া (সন্তুষ্ট), মারজীয়াহ্ (সন্তোষপ্রাপ্ত), মুহাদ্দিসাহ্ (হাদীস বর্ণনাকারী) ও যাহরা (প্রোজ্বল) ।ইতিহাসবিদ ও মুফাসসিরগণ হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর আরো বহুউপাধির কথা বললেও তিনি ফাতিমাজাহরা নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন । মুফাসসিরদের মধ্যে অনেকের মতেকুরআন মজীদের সুরাহ্-কাওসার-এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে হযরত ফাতেমা (আঃ) । কাওসার বলতে একই সাথে হাশরেরময়দানের হাউজে কাওসার ও নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। নবী করিম(সঃ)-এর কোন জীবিত পুত্রসন্তান নাথাকায় মক্কার কাফেররা তাকে 'আবতারবা নির্বংশ বলে বিদ্রূপ করতো। কারণ তৎকালীন আরবে কন্যা সন্তানকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হত না । এ বিদ্রূপের জবাবে আলাহপাক সুরাহ্ কাওসারের মাধ্যমে তারি প্রিয়নবীকে জানিয়ে দেন যে, কোন জীবিত পুত্রসন্তান নাথাকলেওহযরত নবী করিম (সঃ)-কে এমনএক কন্যা সন্তান দান করাহয়েছে যে কাওসার বা আধিক্যের প্রতিমূর্তি যার মাধম্যে সর্বধিক সংখ্যক উত্তমপুরুষ সৃষ্টি হবে । এবং যারামানব জাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনকরবেন। আর রোজ হাশরের ময়দানেওআলাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকেহাউজে কাওসার নামক প্রস্রবণ

দানকরবেন, যার রহমতের পানি তিনিনিজ হাতে তাঁর অনুসারীদেরকে পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন ।বলা বাহুল্য ইসলামের দুশমনরা যারা আলাহর নবীকেনির্বংশ বলে উপহাস করত আজতারাই বরং সময়ে ব্যবধানে নির্বংশও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর নকবী পাক (সঃ)-এর পবিত্র বংশধারাকেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে ।

হযরত ফাতেমা (আঃ)-এর ব্যক্তিত্ব তো তা-ই যেমনটি একজন স্নেহময় পিতা হিসেবেদুনিয়ার সর্বশেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর কন্যাকে নিজ হাতেগড়েছিলেন। এ যেন নিখাদ স্বর্ণ -টুকরা । শৈশব থেকেই তিনি গড়ে উঠেছিলেন এক আদর্শ সমাজের আর্দশনেত্রী হিসেবে । শুধুমাত্র ইলম (জ্ঞান), আমল (জ্ঞানের অনুশীলন), খোদাভীতি, শালীনতা, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেই যে তিনি নারী কুলের আদর্শ ছিলেন তা নয়, বরং কন্যা, স্ত্রী ,মা, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে মানবইতিহাসের শেষ দিন পর্যন্ত তিনিআলোক বার্তিকা হয়ে থাকবেন । তাঁরবয়স মাত্র ১৮বছর মতান্তরে ২২ বছরেরস্বল্পকালীন জীবদ্দশায় বিচ্ছুরিত সুবিশাল ব্যক্তিত্ব হাজার হাজার বছরমানুষকে হেদায়াতের পথ নির্দেশনা দান করবে।

সন্তানদেরলালন-পালনসহ গোটা সংসারের সকল কাজইতিনি নিজ হাতে করতেন। শ্রান্তি-ক্লান্তির নিকটপরাজিত না হয়ে তিনি নারীসমাজকে নিয়মিত দীনি জ্ঞান দানকরতেন। বস্তুত তার শিক্ষা ও নির্দেশনার কারণেই মদীনার নারীসমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ-বেরসৃষ্টি হয়, যে বিল্পব তাদেরকে পার্থিবভোগসর্বস্বতা হতে মুক্ত করে খোদামুখী জীবনধারার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিল ।

পুরুষদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে নিজেদেরকে সজ্জিত করার হীন মানসিকতা ও প্রচেষ্টা হতে গোটানারী সমাজকে তিনি পবিত্র করেতোলেন । প্রসংগত বলা যেতে পারেযে, এমন এক সময় ও পরিবেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন যখন নারীকে মানুষবলে গন্য করা হত না । পুরুষেরভোগের সামগ্রী হয়ে হাত বদলেরএকটা পণ্য ছিল সে । তখনকার সমাজে মেয়ে সন্তানকে গোটা পরিবারেরজন্য গানি ও অপমানের বোঝা মনেকরা হত । এমনকি একটা ভয়াবহও নষ্ট সমাজে তিনি নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও ব্যক্তিত্বকে পুরুষদের সমকক্ষ করে তোলেন। এমন কি অনেকক্ষেত্রে পুরুষদের শিক্ষক হিসেবেও তিনি নিজকে প্রমাণিতকরেছেন । অনেক সাহাবী (রাঃ) তাঁরনিকট থেকে সরাসরি হাদীসের বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে একটাবিষয় বলা প্রয়োজন ।নারী প্রগতিরতথাকথিত স্বর্ণযুগেও মূলত নারীর হাতে-পায়ে নিত্য নতুন বেগীর ব্যবস্থাকরা হচ্ছে। প্রগতির চটকদার বুলিতাদেরকে নতু নতুন দুর্গতির ফাঁদে ফেলছে। অধিকাং ক্ষেত্রেই আজও নারীরা পণ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞাপন মডেল, সন্দরী প্রতিযোগীতা ইত্যাদি সব নিকৃষ্ট আয়োজন অতীতের মত এখনওবিকৃত রুচির পুরুষদেরই শয়তানী মগজের ফসল। এরাইএকদিন নারীদের মানব সমাজ বর্হিভূতমনে করত । তাদেরকে ভূত-পেত্নী বলে বিবেচনা করত। তাদের বিকৃত রুচির পরিতৃপ্তিরজন্য নারী নামের পুতুল কিভাবেসাজানো দরকার, তাদের ভোগের প্রাসাদ হিসেবে কিভাবে তার উৎকৃষ্ট ব্যবহার করা যায় এসব নস্ট চিন্তা ও পরিকল্পনাকে তারা নারী অধিকার, নারীমুক্তি ইত্যাদির সুশোভন মোড়কে বাজারজাত করছে। অথচ ইসলাম শুরু হতেই নারীকেদিয়েছে তার সম্মান, পুরুষের সমান মর্যাদা । হযরতফাতেমা (আঃ) -এর জীবন হলোএ মর্যাদারই প্রতীক ।